Speaking up for change
Children's and caregivers' voices for safer online experiences

Executive Summary

ভূমিকা

বর্তমানে সদা পরিবর্তনশীল ডিজিটাল বিশ্বে অনলাইন বিষয়ে শিশুদের জ্ঞান থাকাই হচ্ছে অনলাইনে তাদের নিরাপদ নিশ্চিত রাখার মূল চাবিকাঠি। জাতিসংঘের শিশু অধিকার কনভেনশনে শিশুদের মত প্রকাশের অধিকার এবং তাদেরকে প্রভাবিত করে এমন সকল ক্ষেত্রেই তাদের মতামতকে অবশ্যই বিবেচনা করার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়াও শিশুরা প্রতিদিন অনলাইন জগতে ডুবে থাকে। এর মাধ্যমেই তাদের কাছে অনেক মূল্যবান জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় যা কার্যকর নীতিমালাসমূহকে হালনাগাদ করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অনলাইন নিরাপত্তা বিষয়ে শিশুদের এবং তত্ত্বাবধায়কদের ধারণা সম্পর্কে জানা এবং বোঝার জন্য এবং বিষয়গুলো নীতিমালার আলোচনায় উপস্থাপনের জন্য ডাউন টু জিরো এ্যালায়েন্স এর পক্ষে একপাট ইন্টারন্যাশনাল, ইউরোচাইল্ড এবং টেরে ডেস হোমস, নেদারল্যান্ড 'ভয়েস' প্রকল্প পরিকল্পনা করছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের প্রয়োজন অনুসারে কার্যকর ডিজিটাল নীতিমালা প্রণয়ন করা।

পদ্ধতি

অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন এবং প্রস্তুত করার জন্য ভয়েস প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং গ্রুপ জাতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়নকারী অংশীদারদের সাথে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করছে। ইউরোপ, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার ১৫টি দেশের ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সী ৪৮৩ জন শিশু এই কাজে জড়িত ছিল। বাস্তবায়নকারী অংশীদাররা প্রাথমিকভাবে তাদের বর্তমান কর্মসূচি এবং সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত বিদ্যালয়গুলির শিশুদের কাছে গিয়েছিলো যেখানে প্রত্যেকটি অংশগ্রহণমূলক ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় গড়ে ১১ জন শিশু অংশগ্রহণ করেছিলো। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের গড় বয়স ছিলো ১৪.৫ বছর এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে সেখানে ৫৩% মেয়ে, ৪৪.৭% ছেলে এবং ২.৩% নন-বাইনারী ছিলো। অংশগ্রহণের জন্য তত্ত্বাবধায়কদের এবং শিশুদের সম্মতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিলো। সাভান্তা নামক জরিপ সংস্থা এই জরিপ কাজ করেছিলো, যারা নির্ধারিত দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বাবধায়কদেরকে সম্পৃক্ত করার যার ফলে ৬,৬১৮ জন উত্তরদাতা উত্তর প্রদান করেছে।

সীমাবদ্ধতা

গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ যা ফলাফলগুলিকে প্রভাবিত করে থাকে:

- শিশুদের এবং তত্ত্বাবধায়দের জন্য পৃথক ডেটা সংগ্রহের পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে ডেটা উপস্থাপনায় অমিল রয়েছে;
- উত্তরদাতাদের প্রধানত ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে নেওয়া হয়েছে যা অন্য অঞ্চলের সাথে তুলনার ক্ষেত্রে বিষয়টি জটিল করে তুলেছে;
- সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রাপ্ত তথ্যগুলি শুধুমাত্র সহায়কদের মাধ্যমেই যাচাই করা হয়েছে কিন্তু অংশগ্রহণকারী শিশুদের দ্বারা যাচাই করা হয়নি;
- পদ্ধতিটিতে বয়স এবং লিঙ্গের মতো জনতাত্ত্বিক বিষয়গুলি আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি যার ফলে প্রাপ্ত তথ্যগুলি সাধারণ ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে;

শিশু এবং তত্ত্বাবধায়কদের গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি

শিশুরা তাদের অনলাইন অভিজ্ঞতার বিষয়ে যা বলছে

শিশুরা জানিয়েছে যে তারা অনলাইন যোগাযোগ এবং সুবিধাগুলি উপভোগ করে এবং মূল্য দেয় বিশেষভাবে যখন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে। যাহোক তারা অনলাইন জগতের সাথে যুক্ত হওয়ার ঝুঁকির বিষয়ে অসচেতন ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে, শিশুরা অনলাইন কার্যক্রমের ফলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাবসহ যখন তারা ক্ষতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তখন তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে। তাদের ছবি, ভিডিও এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য তাদের সম্মতি ছাড়াই কীভাবে অনলাইনে শেয়ার বা ব্যবহার করা যায় এ বিষয়ে তারা বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলো। তারা অনলাইন ক্ষতির ব্যক্তিগত পরিণতি সম্পর্কে বিশেষত অনলাইনে সীমাবদ্ধ থাকার ক্ষতিকর বিষয়েও তারা আরও বেশি উদ্বিগ্ন বলে মনে হয়েছে। প্রাথমিক তাদের দুঃশ্চিন্তাগুলি সাধারণত খারাপ উদ্দেশ্যে এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার করার জন্য কোনো অপরিচিত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা এবং অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। অনলাইনে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে শনাক্তকরণ প্রযুক্তি এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার উন্নয়ন করলে কিছু শিশু অনলাইনে শিশু যৌন শোষণ ও অপব্যবহারের (ওসিএসইএ) বিষয়টি উল্লেখ করেছে।

গবেষণায় দেখা যায় যে অনলাইনে কীভাবে নিরাপদ থাকা যায় সে বিষয়ে শিশু এবং তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে মতাপার্থক্য আছে। নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা দুটি পৃথক পারস্পরিক বিষয় হলেও তারা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা শিশুরা বোঝে বলে মনে হয় না ।ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলা বা উত্তর দিতে গিয়ে শিশুরা জানিয়েছে যে তারা নিজেদের রক্ষার জন্য প্ল্যাটফর্ম নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন রিপোর্টিং এবং ব্লকিং এর মতো কৌশলগুলি ব্যবহার করে । অন্যদিকে, অনলাইনে বিপজ্জনক কিছু ঘটলে শিশুরা তাদেরকে জানানোর বিষয়ে তত্ত্বাবধায়কদের আত্মবিশ্বাসী বলে মনে হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন কৌশলের বিষয়টি উপস্থাপন করলেও সকলেই অনলাইন নিরাপত্তার বিষয়ে সরকার এবং কোম্পানীগুলোর দায়িত্বকে গুরুত্বহীন মনে করছে এবং বিষয়টি তাদের নিজেদের দায়বদ্ধতা হিসেবে দেখছে।

শিশুদের মতামতের গুরুত্ব

অনলাইন শিশু সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়নের জন্য তাদের মতামত গ্রহণ অপরিহার্য। ডিজিটাল বিশ্বে নিরাপদে বিচরণের জন্য তারা জ্ঞান এবং উপযুক্ত উপকরণের বিষয়ে জানতে চায়। সব সময় তাদের গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। এই গবেষণার মাধ্যমে শিশু এবং তত্ত্বাবধায়কদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে যা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিজিটাল নীতিমালার বিষয়ে অবহিত করা এবং নিরাপদ অনলাইন চর্চার পথকে সুগম করার কাজে ব্যবহার করা যাবে। শিশু এবং তত্ত্বাবধায়করা প্রধানত তিনটি উল্লেখযোগ্য মতামত প্রদান করেছেন:

- **তারা অনলাইন নিরাপত্তা সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে চায়;**
- **তারা গোপনীয়তা এবং ক্ষতি উভয়ই থেকেই সুরক্ষা চায়;**
- **তারা অনলাইন নিরাপত্তা উদ্বেগে সমাধান সংশ্লিষ্ট জড়িত হতে চায়।**

অনলাইন নিরাপত্তা সম্পর্কে শিশুদের এবং তত্ত্বাবধায়কদের ধারণা

অনলাইন ঝুঁকি বিষয়ে শিশুরা খুব স্বাভাবিকতা দেখিয়েছে। অনলাইন ঝুঁকির বিষয়ে তারা সচেতন বলে মনে হয়েছে এবং **তাদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত মাত্র ১০% শিশু অনিরাপদ বোধ করে**. বলে জানিয়েছে। কেউ কেউ অনলাইন ঝুঁকি এবং ক্ষতি হওয়াকে "অসংবেদনশীল" এবং এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করেছে। তাদের স্বাভাবিকতা দেখানোর **কারণে শিশুরা ঝুঁকিকে অবমূল্যায়ন করছে এবং সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য তাদের মাত্রাতিরিক্ত দক্ষতার ধারণা পোষণ করছে।** কারো কারো কাছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করার সাথে সাথে ঝুঁকিগুলোও স্বাভাবিকভাবেই আসবে বলে মনে হয়। এমনকি কখনও কখনও শিশুরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং নিরাপত্তাকে পারস্পরিক বিষয় হিসেবে মনে করে।

শিশুদের অনলাইন দক্ষতার বিষয়ে তত্ত্বাবধায়কদের ধারণা এবং বাস্তবতার মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ তত্ত্বাবধায়ক (প্রায় ৯০%) মনে করেছে যে তারা তাদের শিশুদের অনলাইন ব্যবহার সম্পর্কে কিছুটা সচেতন আছে। যাহোক, অন্যান্য গবেষণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হিসেবে অনেকেই জানিয়েছে যে তাদের তত্ত্বাবধায়ক তাদের অনলাইন কার্যক্রমের বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন না এবং কিছু বিষয় গোপন রাখতে পছন্দ করেন। অনলাইনে কিভাবে শিশুদের নিরাপদ রাখতে হবে সে বিষয়ে তত্ত্বাবধায়করা আত্মবিশ্বাসী বলে মনে করে কিন্তু অনলাইন যৌন নির্যাতনের বিষয়ে তারা কম আত্মবিশ্বাসী। তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে এই ধরনের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসকে একটি সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো, ফলে এটি বিভিন্ন ধরনের অনলাইন ঝুঁকিকে অবহেলা করতে উৎসাহিত করে।

বাস্তবায়নের আহ্বান

শিশু এবং তত্ত্বাবধায়করা বিদ্যালয়, প্লাটফরম এবং সরকারকে অনলাইন নিরাপত্তার বিষয়ে আরও যেমন বিষয়ভিত্তিক সামগ্রিক শিক্ষা, সঠিক ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা, কীভাবে অনলাইনে নিরাপদ; থাকতে হয় সে বিষয়ে নির্দিষ্ট এবং অনলাইন প্লাটফরমের উপর শিশু-বান্ধব লেখা যা তাদের অনলাইনে পারদর্শিতাকে বেশি সহজ করে এমন আরো তথ্য দেওয়ার অনুরোধ করে।

গোপনীয়তা এবং অনলাইন নিরাপত্তা মধ্যে সম্পর্ক

শিশুরা বারবার গোপনীয়তার ধারণার সাথে ডেটা সুরক্ষার গুরুত্বকে সম্পৃক্ত করে এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্য অনলাইনে সুরক্ষিত থাকলে গোপনীয়তা নিশ্চিত হওয়ার উপর জোর দিয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তিগত ডেটা প্রকাশ এবং তথ্য জানানো তাদের গোপনীয়তার লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হয়, যা গোপনীয়তা রক্ষা এবং ডেটা সুরক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরে। তারা গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে শক্ত পাসওয়ার্ড থাকা এবং অনলাইনে ব্যক্তিগত তথ্য না জানানোকেই বোঝে।

অনলাইন নিরাপত্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, শিশুরা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত

তথ্য নিরাপত্তার বিষয়টি উল্লেখ করে।
উদাহরণস্বরূপ, তারা মতামত প্রকাশ করছে যে তাদের সম্মতি ব্যতীত তথ্য এবং ছবিগুলিকে অনলাইনে প্রদান করা থেকে বিরত রাখা এবং শক্তিশালী পাসওয়ার্ড এবং অন্যান্য ডেটা সুরক্ষার মাধ্যমে অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। **শিশুরা গোপনীয়তা এবং অনলাইন নিরাপত্তাকে একইভাবে দেখতে চায় যা ব্যক্তিগত ডেটা এবং তথ্য সুরক্ষার ধারণার সাথে আন্তঃসম্পর্কিত।**

গোপনীয়তা এবং অনলাইন নিরাপত্তার বিষয়ে শিশুদের ধারণা মূল্যায়ন করার পরে এই গবেষণার লক্ষ্য ছিল অনলাইন নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের মনোভাব জানা। এই অবস্থায় শিশুরা প্রায়শই এই ব্যবস্থাগুলির সঠিকভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত হলেও প্রযুক্তিগত অন্তর্নিহিত ধারণাগুলি তারা বুঝতে পারে বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে তারা বয়স যাচাইকরণ, পিতামাতার নিয়ন্ত্রণ, প্রতিবেদনের উপকরণ এবং নকশার মাধ্যমে নিরাপত্তা পদ্ধতির মতো বাস্তব বিষয়গুলোকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করছে।

অনলাইনে শিশু যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় অনলাইন নিরাপত্তা সুরক্ষা

শিশুদের সাথে অনলাইন নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তার বিষয়ে আলোচনার সময় তারা অনলাইনে শিশু যৌন নির্যাতন এবং শোষণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেনি। তারা ''অদ্ভুত'', ''অচেনা'' বা ''বিরক্তিকর'' শব্দগুলি ব্যবহার করার পরিবর্তে এই উদ্বেগগুলি প্রকাশ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। যা অনলাইনে শিশুদের যৌন নির্যাতন এবং শোষণসহ সম্ভাব্য ক্ষতিকারক কার্যক্রমের একটি পরিসীমাকে নির্ধারণ করে।

অনলাইন নিরাপত্তার ক্ষেত্রে শিশুদের অনলাইনে শিশু যৌন শোষণ ও অপব্যবহার প্রতিরোধ ও মোকাবিলা সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত বিষয়ে সম্পূর্ণ ধারণা ছিল বলে মনে হয় না।

তত্ত্বাবধায়কদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে বর্তমান সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলি শিশুদের অনলাইন যৌন শোষণ এবং অপব্যবহার থেকে রক্ষা করছে এ বিষয়ে তাদের আস্থা কতটুকু। অর্ধেকেরও কম মনে করে যে এই ধরনের ব্যবস্থা শিশুদেরকে রক্ষা করছে। যারা তাদের সন্তানদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে বা অবদান রাখতে অনলাইন নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলির উপর বিশ্বাস করতে পারে না তাদের কাছে তত্ত্বাবধায়কদের উপর এটি একটি বিশাল দায়িত্বের বোঝা।

সম্ভাব্য ঝুঁকি থাকলে যখন তত্ত্বাবধায়করা গোপনীয়তার চেয়ে অনলাইন নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দেয়, শিশুরা গোপনীয়তা এবং সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পছন্দ করে।

সামগ্রিকভাবে, শিশুরা গোপনীয়তা এবং অনলাইন নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য রাখার কথা বলেছে। শিশুরা তাদের গোপনীয়তার সাথে আপোস না করে তাদের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে, নকশার মাধ্যমে নিরাপত্তা কৌশলের দিকে আগ্রহী যেমন- তাদের অনলাইনে অনুপযুক্ত বিষয়বস্তু দেখা থেকে বিরত রাখবে, বন্ধুত্ব এবং বার্তা গ্রহণের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাছাই হবে এবং সহজেই ব্লক এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদানের দক্ষতা থাকবে এই ধরনের অনলাইন নিরাপত্তা ব্যবস্থার পক্ষে বলে মনে হয়। পিতামাতার অনুশাসনকে তারা কিছুটা স্বাগত জানিয়েছে, তবে শিশুরা অনলাইন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গোপনীয় থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং তারা সুনির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে।

বাস্তবায়নের আহ্বান

শিশু এবং তত্ত্বাবধয়করা চায় যে প্ল্যাটফর্ম এবং সরকার তাদের গোপনীয়তা, সুরক্ষা এবং অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আরও দায়িত্ব গ্রহণ করুক। এর মধ্যে অন্যায়কারীদের জন্য নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা, অনলাইন প্ল্যাটফর্মের অনলাইন ঝুঁকির বিষয়ে জবাবদিহিতা জোরদার করা এবং অনলাইন বিষয়বস্তুগুলির আরও ভালো পর্যবেক্ষণ থাকা উচিত। শিশু এবং তত্ত্বাবধায়ক উভয়েই তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য এমন প্ল্যাটফর্ম চায় যা নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নিরাপদ অবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে, যেমন বয়স যাচাইকরণ, সাজসজ্জা ও ডেটা অপব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক করা।

অনলাইনে শিশুদের নিরাপত্তার দায়িত্ব বন্টন

অনলাইন নিরাপত্তা এবং তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের কৌশল সম্পর্কে শিশু এবং তত্ত্বাবধায়কদের সাথে কথা বলার সময় এটি সুস্পষ্ট ছিল যে উভয় দলই অনলাইনে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিজেদেরকেই সবচেয়ে বেশি দায়বদ্ধ হিসেবে দেখেছে যার বেশিরভাগই বর্তমান কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বিশেষ করে **বর্তমানে প্ল্যাটফর্মগুলি যেভাবে ডিজাইন করা হচ্ছে শিশুরা সে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।** ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অংশগ্রহণকারী চারজন শিশুর মধ্যে তিনজন জানিয়েছে যে অনলাইনে বিরক্ত হলে কী করতে হয় তা তারা জানে।
বেশিরভাগ শিশু বলতে চেয়েছে যে এটি তাদের নিজস্ব অনলাইন দক্ষতা যা অনলাইনে নিরাপত্তার বিষয়ে তাদের ধারণা বৃদ্ধি করে। এসকল দক্ষতার মধ্যে আছে তারা যা পোস্ট করছে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা, তাদের বিষয়বস্তুগুলি ভালভাবে সম্পাদনা করা এবং এবং প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমগুলো যদি পাওয়া যায় তবে সেগুলো কার্যকরভাবে ব্যবহার করা। এ কথা বলা যেতে পারে যে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং সরকার কী করতে পারে তার গুরুত্ব না দিয়ে শিশুরা এই দায়িত্ব গ্রহণ করে। এর পরিবর্তে, প্ল্যাটফর্ম ডিজাইনের সাথে সম্পর্কিত আইটেমগুলি প্রায়ই তাদের নিরাপত্তা হ্রাসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ শিশু স্বীকার করেছে যে কিছু প্ল্যাটফর্ম নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োগ তাদের জন্য

কঠিন করে তোলে।

অনলাইনে বিষয়বস্তু সম্পাদনা করা এবং প্ল্যাটফর্মগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য কৌশলগুলো যথাযথভাবে কাজ করে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শিশুরা মিশ্র অনুভূতি ব্যক্ত করে। ব্লক হওয়ার পরে নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা, প্ল্যাটফর্মগুলির রিপোর্ট উপেক্ষা করা এবং পারিবারিক সদস্য বা বন্ধু এমন কোনো ব্যক্তিকে ব্লক করা বা রিপোর্ট করাকে আপত্তি করার বিষয়ে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

শিশুরা অনলাইনে নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত হবার জন্য তত্ত্বাবধায়কদের কাছে কৌশল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা প্রাথমিকভাবে **অভিভাবক-নিয়ন্ত্রণ** উপকরণগুলির কথা বলেছিলেন, যদিও আমাদের গবেষণায় জড়িত তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ জানিয়েছেন যে তারা অভিভাবক-নিয়ন্ত্রণ অ্যাপ ব্যবহার করেন না। তত্ত্বাবধায়করা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাধারণ কৌশল হিসেবে শিশুদের সাথে তাদের অনলাইন কার্যক্রম সম্পর্কে কথা বলা এবং কীভাবে ঝুঁকি প্রতিরোধ করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তত্ত্বাবধায়করা জানিয়েছেন যে খবর এবং অন্যান্য লোকের অভিজ্ঞতা থেকে তারা বেশিরভাগ তথ্য সংগ্রহ করে যা তারা সন্তানদের সাথে অনলাইন নিরাপত্তার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার সময় তাদেরকে জানায়। গবেষণা থেকে উঠে এসেছে যে, প্রায়শই তত্ত্বাবধায়কদের পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই এবং এভাবেই তারা তাদের সঙ্গী এবং মিডিয়ার উপর নির্ভর করে থাকে। এছাড়াও তত্ত্বাবধায়করা শিশুদেরকে স্বাচ্ছন্দে তাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করার মতো পারিবারিক নিরাপদ পরিবেশ তৈরী করার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

ভয়েস (VOICE) প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী শিশুরা জানিয়েছে যে ব্যক্তিগতভাবে তাদের ব্যক্তি সহায়তা আছে, যেমন একজন তত্ত্বাবধায়কে কাছে পাচ্ছে। যাহোক, মাত্র ৪০% শিশু জানিয়েছে যে অনলাইন নিরাপত্তা এবং ঝুঁকি সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়কদের সাথে তারা স্বাচ্ছন্দে কথা বলতে পারে। এই বিষয় নিয়ে তত্ত্বাবধায়কদের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে অস্বস্তি বোধ করা, গুপ্ত সীমাবদ্ধতার ভয় এবং তত্ত্বাবধায়কদের প্রতিক্রিয়া এবং তত্ত্বাবধায়বকরা বুঝতে পারবে না এমন ভাবনার মতো বেশ কিছু বাঁধার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। উপরন্তু এর পরিবর্তে শিশুদের ভাইবোন, শিক্ষক বা বন্ধুদের কাছে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে তারা জানিয়েছে।

বেশীরভাগ তত্ত্বাবধায়ক তাদের সন্তানদের বয়স ১০ বছরের কাছাকাছি হলে তারা অনলাইন নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। যাহোক, গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে শিশুরা প্রায়শই এই বয়সে পৌঁছানোর আগেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার শুরু করে, তাদের জন্য উপযুক্ত নয় এমন প্ল্যাটফর্মগুলোতে প্রবেশ করে।

বাস্তবায়নের আহ্বান

শিশুরা অনলাইন নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য পরিচালনাকারী সংস্থাগুলো যা প্রচার করছে (যেমন, পপ-আপ সতর্কতা যা শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পছন্দের সাথে উপস্থাপন করে) সেগুলো তারা ভীষণ পছন্দ করছে এবং তারা বিশ্বাস করে যে সংস্থাগুলোর নকশায় এবং নীতিমালায় এই ধরনের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

বাস্তবায়নের পথে যাত্রা

শিশু এবং তত্ত্বাবধায়করা আরো সচেতনতামূলক কার্যক্রম এবং তথ্য, অনলাইন নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় গোপনীয়তা-সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব প্রদান করছে। প্রাপ্ত ফলাফলে ভয়েস প্রকল্পের অংশীদাররা সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে:

১) অনলাইন নিরাপত্তার বিষয়ে আরো উন্নত শিক্ষা এবং তথ্য প্রদানের মাধ্যমে শিশুদের এবং তত্ত্বাবধায়কদের অনলাইন বিষয়ক জ্ঞান এবং সহনশীলতা বৃদ্ধি করুন;
২) শিশুদের ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে অনলাইন পরিষেবাগুলিতে তাদের সর্বোত্তম সেবা প্রদানের নিশ্চিয়তা প্রদান করুন।

আইনী এবং নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাপনাই সম্মিলিত দায়বদ্ধতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং প্রতিটি শিশুর অনলাইন কল্যাণ রক্ষার মূল চাবিকাঠি।

আমরা সরকার এবং নিয়ন্ত্রকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি:

- সকল প্ল্যাটফর্মের জন্য অনলাইনে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে **একই ধরণের আইনি বাধ্যবাধকতা চালু করুন** ;
- শিশুদের সাথে আলোচনা করে **সকল প্ল্যাটফর্মের জন্য ডিজাইনের মাধ্যমেই নিরাপদ এমন পদ্ধতি ব্যবহার করতে বাধ্য করুন;**
- **সকল ডিজিটাল নীতিমালায় শিশুদের অধিকার** অঙ্গীভূত করুন;
- ডিজিটাল নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পর্যালোচনা করতে **শিশুদের সাথে আলোচনা করুন;**
- শিশুদের অনলাইনে পারস্পরিক আদান প্রদান করার ফলে **তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এমন ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়ন করুন;**
- **বিদ্যালয়ে অনলাইন নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা ও জোর দেওয়া** শিশুদের সমন্বিত উদ্যোগে উৎসাহিত করা;
- শিশু এবং তত্ত্বাবধায়কদের জন্য অনলাইন নিরাপত্তা বিষয়ে জ্ঞান এবং শিক্ষা বৃদ্ধির জন্য **জনগণ পর্যায়ের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে ডিজাইন করুন;**
- **শিশুদের অনলাইন ঝুঁকি মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করুন** এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে শিশুদের সাথে ধারাবাহিক আলোচনা এবং ঝুঁকি মূল্যায়নের মাধ্যমে অনলাইন ক্ষতির মাত্রা সহনশীল করুন।

ইইউ-নির্ধারিত কার্যক্রমের গুরুত্ব প্রদান

- শিশুদের জন্য আরও ভাল ইন্টারনেট+ কৌশলের অংশ হিসেবে, **নিরাপদ ডিজিটাল দক্ষতা তৈরী, সকল শিশুকে অনলাইনে বিশেষভাবে সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণদের নিরাপদ থাকার অধিকারী করতে এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে** উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিৎ;
- শিশুদের অনলাইনে নিরাপদ রাখতে নীতিমালা ও আইনের মাধ্যমে অনলাইন **প্ল্যাটফর্মের জবাবদিহিতা বাধ্যতামূলক করা** উচিৎ।

শিশুদের ইতিবাচক কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব প্রদান করা এবং মারাত্মক ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে অনলাইন নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে অনলাইন পরিবেশ তৈরি করা।

আমরা অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলির প্রতি আহ্বান করছি:

- শিশুরা প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার সময় যেসকল **ঝুঁকির সম্মুখীন হয় তা মূল্যায়ন করুন** এবং সে অনুযায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন;
- শিশুদের জন্য **নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ তৈরি করুন** যেখানে তাদের অনলাইন নিরাপত্তা সাথে তাদের ব্যক্তিগত ডেটা এবং তথ্য সুরক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত;
- প্রবেশাধিকারযোগ্য এবং শিশু-বান্ধব নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে এমন **নকশার মাধ্যমে সুরক্ষিত পদ্ধতি** গ্রহণ করুন;
- অনলাইন পরিষেবা এবং তাদের নিরাপত্তা কার্যক্রমের নকশায় **শিশুদের সম্পৃক্ত করুন**;
- শিশুদের প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহারে ঝুঁকি আছে এবং তার প্রতিকারের জন্য তারা যে সুরক্ষার ব্যবস্থা করছে **সে বিষয়ে ব্যাপক তথ্য প্রদান এবং অবহিত করুন।**

পরিশেষে, শিশু সুরক্ষা সংস্থাগুলিকে সক্রিয়ভাবে শিশুদের সাথে যুক্ত থাকা এবং নীতিমালার আলোচনায় তাদের মতামত তুলে ধরা উচিত। উপরন্তু, তাদেরকে ধারাবাহিকভাবে শিশুদের সাথে এবং তাদের জন্য কাজ করে এমন গবেষণা পরিচালনা করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন করা উচিত।

সমাপনী মন্তব্য

ভয়েস (VOICE) রিপোর্টটি সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রতিটি স্টেকহোল্ডার - হোক না কেন তারা নীতিনির্ধারক, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, শিক্ষাবিদ, তত্ত্বাবধায়ক, বা শিশু অধিকার এবং শিশু সুরক্ষা সংস্থা - ডিজিটাল ক্ষেত্রে শিশুদের অধিকার রক্ষায় তাদের অপরিহার্য ভূমিকা পালনের উপর গুরুত্ব প্রদান করছে। আমরা একসাথে অনলাইন এবং অফলাইনে শিশুদের জন্য নিরাপদ কার্যক্রমের পথ প্রশস্ত করতে পারি।

একপাট ইন্টারন্যাশনাল, ইউরোচাইল্ড এবং টেরে ডেস হোমস, নেদারল্যান্ড সকল পাঠকদেরকে ভয়েস গবেষণায় প্রকাশিত শিশুদের অভিব্যক্তির উপর মতামত প্রদান করার জন্য এবং অনলাইন বিশ্বকে সকল শিশুর জন্য একটি উত্তম ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে একত্রে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে।

ভয়েস প্রকল্পটি ডাচ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে অংশীদারিত্বে ডাউন টু জিরো অ্যালালেন্স –এর আওতায় স্টেপ আপ দ্য ফাইট এগেইনষ্ট সেক্সুয়াল একপ্লোইটেশন চিলড্রেন (SUFASEC) কর্মসূচির একটি উদ্যোগ।

একপাট ইন্টারন্যাশনাল এবং ইউরোচাইল্ড এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য ওক ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

এই গবেষণাপত্রে শুধুমাত্র ভয়েস প্রকল্পের অংশীদারদের মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। উপরিউক্ত দাতা এবং অংশীদারগণ কোনো অনুমোদিত মতামত প্রকাশকে সমর্থন করে না।

গবেষণায় সম্পৃক্ত ১৫টি দেশে আমাদের সম্মানিত জাতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়নকারী অংশীদারগণ যাদের স্থানীয় দক্ষতা গবেষণার সফল বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে তাদেরকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। উপরন্তু, আমরা ডিজিটাল নীতিমালার দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত ব্যক্তিদের মতামতকে প্রসারিত করার গুরুত্ব তুলে ধরতে শিশুদের অমূল্য ধারণা প্রদান করার জন্য আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই।

ECPAT Austria, The Association for Community Development in Bangladesh, Terre des Hommes Netherlands' Bangladesh Country Office, Fundación Munasim Kullakita, ECPAT Brasil, The National Network for Children, Society "Our Children" Opatija in Croatia, Estonian Union for Child Welfare, Terre des Hommes Italia, Malta Foundation for Wellbeing Society, Terre des Hommes Netherlands, The Center for Empowerment and Development (CoPE), ECPAT Philippines, Bidlisiw Foundation, Instituto de Apoio à Criança, Terre des Hommes Lausanne's Romania Country Office, FAPMI, and The Life Skills Development Foundation.